পাঠ্য বইয়ের অভাব

ছাত্রদের লেখাপড়া শুরুর জন্য যে পাঠ্য বই দরকার এবং বার্ষিক পরীক্ষার আগেও যে আরও পরীক্ষা আছে, পাঠ্য বই প্রকাশ ও সরবরাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সবাই বোধহয় এই কথাটি বেমালুম ভুলে বসে আছেন। নইলে এখনও কেন অনেক ছাত্রছাত্রী তাদের পড়ার বই পাচ্ছেন না। নতুন শিক্ষাবছর শুরু হলো। জানুয়ারী মাস গেল। ফেব্রুয়ারীও যাচ্ছে। কিন্তু নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের হাতে এখনও পড়ার বই পৌঁছেনি বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে। ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষার আগে পৌঁছার সম্ভাবনাও নাকি নেই। পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে কত বড় অব্যবস্থা বিরাজ করছে এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্তা-কান্ডারিগণ কতটা কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছেন, এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পুস্তক প্রণেতা, ছাপাখানার মালিক, প্রকাশক, স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের কর্তৃপক্ষের মধ্যে অধিকাংশই বুঝি গয়ংগচ্ছ রোগে আক্রান্ত। আর তারই অবধারিত পরিণতি বই-এর পান্ডুলিপি পেশ, মুদ্রণ ইত্যাদি সব কাজেই বিলম্ব।

কেবল নবম শ্রেণীই নয়, আরও কয়েকটি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীও এখন পর্যন্ত বই পায়নি। কোন কোন স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর বুক লিস্টই দেয়া হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে বিনামূল্যের পাঠ্য বই বিতরণ গত নবেম্বরে শুরু হলেও এখনও অনেকে বই পায়নি। তাদের হাতে বই পৌঁছতে নাকি আরও দিন পনেরো লাগবে। ততদিন যে তাদের পড়া ছাড়াই থাকতে হবে এবং তাদের শিক্ষার অগ্রগতি যে অনেকখানি ব্যাহত হবে—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেক্ষেত্রে পাঠ্য বইয়ের অভাব বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ রাখতে বাধ্য করছে। এর ফলে তাদের লেখাপড়ার যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে, নির্ধারিত কোর্স কমপ্লিট না হওয়ার যে আশংকা থেকে যাচ্ছে, সেই ভাবনা কি কেউ ভাবছেন? স্কুলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার আয়োজন না থাকলে, শিক্ষার ইষ্ট নাশ হচ্ছে বলে আক্ষেপ করার এবং ছেলেমেয়েরা ঠিকঠাক লেখাপড়া করছে না বলে তাদের দোষ দেয়া কি সমীচীন হবে?

পাঠ্য বই নিয়ে অভিযোগ অনেক দিনের। পাঠ্যবই সময়মত প্রকাশিত না হওয়া, পাঠ্য বই-এ এন্তার ভুল থাকা, খারাপ ছাপা, বানান ভুল ইত্যাদি অনেক অভিযোগ আছে। এই নিয়ে বহু কথা বলাবলি হয়েছে, লেখালেখিও হয়েছে বিস্তর। কিন্তু পরিস্থিতির তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং।

আমাদের বিশ্বাস, সমস্যাটির সমাধান অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নয়। পরিকল্পিত উপায়ে প্রচেষ্টা চালালেই স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড এই সমস্যা সুরাহা করতে পারেন। যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর উপর পুস্তক রচনার দায়িত্ব দিতে হবে। বই ছাপার কাজ শেষ করতে হবে নতুন শিক্ষাবছর শুরুর কমপক্ষে ছ'মাস আগে। রাজধানী ঢাকা নগরীর বাইরেও পাঠ্য বই ছাপার ব্যবস্থা করতে হবে। পুস্তক প্রকাশকগণ যাতে পাঠ্য বই সময়মত ছাপতে উৎসাহিত হন, সেজন্য তাদের আরও বেশি আর্থিক সুবিধা দেয়ার বিষয় বিবেচিত হওয়া দরকার। মূল কথা হলো, যেভাবেই হোক সময়মত পাঠ্য-বই ছাপতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছতে হবে। নইলে শিক্ষার অধঃপতন রোধ করার আশা দুরাশাই থেকে যাবে।